বাংলা ভাই : কেন এত লুকোচুরি

চলার পথে

নির্মল সেন

অবশেষে বাংলাদেশটা কি 'বাংলা ভাই' আর 'কান্দু ভাই'দের দখলে চলে যাবে? বিগত কয়েক মাসের অবস্থা পর্যালোচনা করলে এ প্রশ্নটি কিন্তু সামনে আসে। তাহলে আমাদের স্বাধীনতার সব অর্জন কি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে? আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য সব কি মিথ্যা প্রমাণিত হবে? এমন কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের পক্ষে তা কি আদৌ রক্ষা করা সম্ভব হবে না? দেশে কি সত্যি সত্যিই আকাল পড়েছে– নাকি মড়ক লেগেছে? কেউ কিছু বলছে না। কেউ কিছু করছে না। সবাই যেন নীরব-নিস্তব্ধ, ভীতসন্ত্রস্ত। সময় তার নিয়মমাফিক এগিয়ে চলছে। আর আমরা যেন সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সময়ের উজান স্রোতে হালহীন পাল তুলে নির্বোধ কাণ্ডারী সেজে বসে আছি। নিজেদের সঙ্গে নিজেরা প্রতারণা করছি। আমরা যেন সবাই আজ প্রতারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছি।

আমার একথাগুলো নেহায়েতই আবেগের নয়– বাস্তবতারও। বিগত প্রায় দুই মাস যাবৎ 'বাংলা ভাই' ওরফে 'কান্দু ভাই' (যার আসল নাম সিদ্দিকুল ইসলাম) নামটি টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত আলোচিত হচ্ছে। উত্তর-পশ্চিম এলাকার মানুষ যার নাম শুনলে আঁতকে উঠছে। প্রায় ১৫ লাখ মানুষ যার হাতে জিম্মি, অথচ তাকে নিয়ে রীতিমতো প্রশাসন থেকে সরকারের ঊর্ধ্বতন মহল সবাই যেন নাটকের মহড়া দিচ্ছে। অথচ প্রশাসন কিংবা সরকারি মহল কেউ ভাবছে না যাদের নিয়ে নাটক করা হচ্ছে এতে তাদের চরিত্রেই কলংকের কালি লেপন করা হচ্ছে। আবার কারও কারও মুছে যাওয়া কলংকিত অধ্যায় উন্মোচিত হচ্ছে। এ কলংকই যেন তাদের গলার মালা। আর এ কলংকই যেন তাদের বীরত্ব। অর্থ ও প্রতিপত্তির হাতিয়ার।

বাংলা ভাইকে নিয়ে বাংলাদেশে এরকম নাটক অভিনব নয়– অকল্পনীয়ও নয়। তবে 'বাংলা ভাই' নাটকের কুশীলবদের চরিত্রগুলো জনগণের কাছে উন্মোচিত হয়েছে। তারা আগে যা জানত না এখন তা মানতে বাধ্য হচ্ছে। যুগান্তর, জনকণ্ঠ, প্রথম আলো, আজকের কাগজসহ কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। আর অদ্ভুত এবং অবিশ্বাস্য ভূমিকা পালন করেছেন আমাদের কতিপয় এমপি, মন্ত্রী। তারা কেউ কেউ প্রধানমন্ত্রীর চেয়েও ক্ষমতাবান বলে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। ২৩ মে ২০০৪ বাংলা ভাইকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। অথচ কতিপয় প্রতিমন্ত্রী-উপমন্ত্রী বাংলা ভাইকে রক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছেন। তাদের ছত্রছায়ায় বাংলা ভাইকে দুধ-কলা দিয়ে পুষছেন। অবশ্য তারও আগে ১৫ মে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাংলা ভাইকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। একটি পত্রিকার খবরে বলা হয়েছে– 'সহসা গ্রেফতার হচ্ছে না বাংলা ভাই। বিদেশীদের খুশি করার জন্য বারবার প্রচার হচ্ছে সরকারি নির্দেশের কথা। বাংলা ভাইকে গ্রেফতারে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীসহ তিন দফা সরকারি নির্দেশের কথা ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে।... বাংলা ভাইকে গ্রেফতার করার একটি চাপ থাকলেও সরকারের ঊর্ধ্বতন মহল থেকে কার্যকর কোন নির্দেশ এখনও যায়নি মাঠ পর্যায়ে। এ কারণে নিজেদের আয়ত্তে থাকার পরও বাংলা ভাইকে গ্রেফতার করছে না পুলিশ।'

বাংলা ভাইয়ের ব্যাপারে রাজশাহী জেলার পুলিশের বড় কর্তা (মিয়া ভাই) মাসুদ মিয়া এক অপূর্ব ভূমিকা পালন করেছেন। ১৫ মে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাংলা ভাইকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ ২১ মে তিনি বলেছেন, 'সুনির্দিষ্ট অভিযোগ না থাকলে ইচ্ছে করলেই একজন নাগরিককে গ্রেফতার করা যায় না।' তিনি আরও বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন ২৩ মে। ২৩ মে বাংলা বাহিনী যখন তার কাছে স্মারকলিপি দিতে আসে তখন তিনি বলেন– 'সর্বহারা দমনে আপনারা (বাংলা ভাই বাহিনী) সহযোগিতা করছেন। আপনাদের ধন্যবাদ।' আর ওইদিনই প্রকাশ্যে জাগ্রত মুসলিম জনতার সদস্যরা লাঠি, হকিস্টিক, মোটরসাইকেল এবং কাঁধে ছোট ছোট ব্যাগ (যার মধ্যে হাতুড়ি ও আগ্নেয়াস্ত্র) নিয়ে জঙ্গি মিছিলসহ ডিআইজি, এসপি ও জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে। এর অভিযোগে সহকারী পুলিশ কমিশনার ওয়াজেদ আলী বলেন– 'হকিস্টিক, রামদা, লাঠি... এগুলো আবার অস্ত্র নাকি!' জাগ্রত মুসলিম জনতার প্রধান বাংলা ভাই (কান্দু ভাই) ওরফে সিদ্দিকুল ইসলামকে গ্রেফতারের দাবিতে ২৩ মে ১১ দল ও জেলা আওয়ামী লীগের হরতাল-পরবর্তী দিন ২৪ মে'র খবর হল : 'বাংলা ভাইয়ের প্রাইভেট বাহিনী রোববার রাজশাহী শহরে পুলিশ প্রটেকশনে সশস্ত্র শোডাউন দিয়েছে। বাংলা বাহিনীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার বন্ধের দাবিতে ডিআইজির মাধ্যমে স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি পালন উপলক্ষে বেলা আড়াইটায় পুলিশ পাহারায় বাংলা ভাইয়ের বিশাল কমান্ডো বাহিনী সশস্ত্র অবস্থায় শহরে প্রবেশ করে। সশস্ত্র ক্যাডাররা ৫৩টি মাইক্রোবাস-মিনিবাস, ৩০টি ট্রাক, ১০০ মোটরসাইকেলের বিশাল গাড়িবহরসহ পাঁচ সহস্রাধিক মানুষ নিয়ে নওদাপাড়া, তালাইমারী, রেলগেট হয়ে নগরীতে প্রবেশ করে। নগরীর সাহেববাজার, জিরো পয়েন্টে কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় তারা সমাবেশ করে।... পুলিশের ডিআইজি, এসপি ও জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান শেষে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় তারা শহর ত্যাগ করে।' আমার কথা হল– এত মাইক্রোবাস, মিনিবাস, ট্রাক, মোটরসাইকেল তারা কোথায় পেল? কে দিল? কেন দিল? এদের নিশ্চয়ই আন্তর্জাতিক কোন চ্যানেল আছে। এমনিতেই অভিযোগ আছে উত্তরবঙ্গে কমপক্ষে ১৬টি জঙ্গি সংগঠন যেমন– আল হারামাইন, হরকাতুল জিহাদ, হিজবুল তাওহীদ, আল মুজাহিদ, জামায়াতি, আল মাহফুজ আল ইসলামী, তাওহিদি জনতা, বিশ্ব ইসলামী ফ্রন্ট, আল তুরাত, জয়সে মোস্তফা, জুমাতুল আল সাজাদ, শাহাদাত-ই-নুব্যয়ত, আল তুরাত ও শাহাদাত-ই-আল হিকমা পরোক্ষভাবে কাজ করে। জামা'আতুল মুজাহিদীন ও সর্বশেষ জাগ্রত মুসলিম জনতা প্রকাশ্যে কর্মকাণ্ড চালায়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শাহাদাত-ই-আল হিকমাকে নিষিদ্ধ করলেও বাকিগুলোকে রাষ্ট্রীয় বাধা তো দূরের কথা– রাষ্ট্রীয় শেল্টার দেয়া হচ্ছে। বর্তমান সরকারের আমলে তার চূড়ান্ত বিকাশ লাভ করে। বাংলা বাহিনী যার জ্বলন্ত প্রমাণ। বাংলা ভাইকে গ্রেফতারের ব্যাপারে যেন লুকোচুরি খেলা চলছে। একদিকে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর বাংলা ভাইকে গ্রেফতারের নির্দেশ মিডিয়ায় প্রচার হচ্ছে। শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হচ্ছে। পুলিশ কেন বাংলা ভাইকে গ্রেফতার করতে পারছে না, জনগণের সামনে সরকারের ভাবমূর্তি রক্ষার্থে– এ অজুহাতে নওগাঁর এসপি মোঃ ফজলুর রহমান ও সার্কেল এএসপি মোঃ ইয়াকুব আলীকে (পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে) শোকজ করা হয়েছে। শোকজের জবাবে তারা বলেছেন, তারা সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাইকে গ্রেফতারের লিখিত কোন নির্দেশ পাননি। এ থেকেই প্রতীয়মান হয়, বাংলা ভাই গ্রেফতার হচ্ছে না। আর দশটি আলোচিত ঘটনার মতো এ ঘটনাও মিলিয়ে যাবে। মাঝখান থেকে কিছু সাধারণ নিরীহ-নির্দোষ মানুষ ভোগান্তির শিকার হবে। আর কিছু পুলিশ কর্মকর্তা বিপদে পড়বে।

একদিকে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাংলা ভাইকে গ্রেফতারের নির্দেশ, অন্যদিকে স্থানীয় প্রতিমন্ত্রী-উপমন্ত্রীর ছত্রছায়ায় বাংলা ভাইয়ের অবস্থানের খবর মানুষকে বিস্মিত করেছে। একাত্তরকেও হার মানানো বর্বরতাকে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে অথচ কখন যে এই ছাইচাপা আগুন দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হবে– তা কি কেউ ভেবে দেখেছেন?

সর্বশেষ ১০ জুনের পত্রিকার খবর হল– 'বাংলা ভাইয়ের স্থানীয় ক্যাডার রানীনগর উপজেলার বড়গাছা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি খায়রুল ইসলাম ওরফে মন্টু ডাক্তারকে মঙ্গলবার সন্ধ্যার পরে রানীনগর থানার পুলিশ গ্রেফতার করে। মন্টু ডাক্তার গ্রেফতারের খবর শুনে নওগাঁ জেলা প্রশাসক গোলাম মোর্তজা এবং এসপি ফজলুর রহমান রানীনগর থানায় ছুটে যান। তারা দু'জনে মন্টু ডাক্তারের সঙ্গে রানীনগর থানায় রাত ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত এক ঘণ্টা কথা বলার পর থানা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন। পুলিশ বাংলা ভাইয়ের সন্ধান পাচ্ছে না মুখে বললেও

জেএমবির স্থানীয় ক্যাডারদের রীতিমতো লালন করছে। মন্টু ডাক্তারকে ছেড়ে দেয়ার পর এলাকার নির্যাতিত সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর মধ্যে হতাশার ছাপ নেমে এসেছে। সরকার বাংলা ভাইকে গ্রেফতারের কথা বললেও দুই প্রতিমন্ত্রী-উপমন্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। ফলে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন প্রতিমন্ত্রী-উপমন্ত্রীর আজ্ঞাবহ হয়ে লালন করছে স্থানীয় জেএমবি ক্যাডারদের।' আমি পত্রিকার খবর দিয়ে লেখা বড় করতে চাই না। আমি প্রধানমন্ত্রীকে বলতে চাই, আপনি তো সরকারপ্রধান প্রধানমন্ত্রী। তাই আপনার নির্দেশ অকার্যকর হলে স্বভাবতই প্রশ্ন দাঁড়ায়, আপনার সরকারের মধ্যেও আর একটা অঘোষিত সরকার আছে। গত কয়েক সপ্তাহের পত্রপত্রিকার খবরে কিন্তু তা-ই প্রমাণ করে। তাই প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার জানার বাসনা– বাংলা ভাই তথা জাগ্রত মুসলিম জনতার সশস্ত্র ক্যাডারদের দিয়ে বাংলাদেশটায় কি ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েম করবেন? আমার কিন্তু ভয় হয়! শেষ পর্যন্ত 'বাংলা ভাইয়ের সারাদেশে তালেবানি কমান্ডো শাসন প্রতিষ্ঠার খায়েশ পূর্ণ হবে না তো!'

আমার এ লেখা লিখতে লিখতে মৌসুমী ভৌমিকের গান শুনছিলাম। '...এত মরা মুখ আধমরা পায়ে, পূর্ব বাংলা কলকাতা চলে।' এ গানের প্রেক্ষাপট ছিল ১৯৭১ সাল। তখন দেশে চলছিল মুক্তিযুদ্ধ। কিন্তু এখন তো ১৯৭১ সাল নয়। ২০০৪ সাল। নতুন শতাব্দী। তখন পূর্ব বাংলা (পূর্ব পাকিস্তান) ছিল, এখন স্বাধীন বাংলাদেশ। কিন্তু এই স্বাধীন বাংলাদেশ এখন কোথায় চলেছে? কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আপনারা? এর জবাব কিন্তু একদিন জনগণের কাছে দিতেই হবে।

১০.০৬.২০০৪